মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য পত্রিকার - অতীত ও বর্তমান

যাকির সাইদ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন সাহিত্য পত্রিকাই দীর্ঘজীবন পায়নি। শিশির বিন্দুর মতো ক্ষনায় জীবন পেলেও এর প্রকাশ প্রচেষ্টা অদম্য সৃজনশীলতা বারবার ব্যর্থ হলেও প্রতিবারই জয়ের নিশান উড়িয়ে দেয়।

এরকম পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ সবকালেই ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশের জন্যে সাহিত্য পত্রিকার কোন বিকল্প নেই। তারুন্যের অভ্যন্তরীন উৎকর্ষতার জন্যে এই সর্বংমহা সাদা কাগজের বুক সব সময় উদার এবং বিস্ময়করভাবে সহনশীল।

কবি আবিদ আজাদ বলেছেন, ''দীর্ঘ জীবনটাই যখন গোটা কয়েক সংখ্যার আয়ুস্কালে সীমিত সেখানে কোন সাহিত্য পত্রিকার চিরঞ্জীব হবার বাসনাটা স্বীকার করা ভালো। শুধু দুস্কর নয়, দুঃস্বপ্নও বটে।''

পত্রিকা প্রকাশের যে অর্থ সংকট সেটা মোচনীয় নয়। তাই জন্ম-মৃত্যুর দোলাচালে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ...

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ইর্ষারম্ভে প্রবন্ধে লিখেছেন, ''এদেশে সাহিত্য পত্রিকার মৃত্যুর হার বাঙ্গালী শিশুর চেয়েও অধিক।''

এই নির্মম সত্যটা টের পেলাম মুন্সীগঞ্জে শিল্প-সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে। সারা বাংলা সারা বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় এরকম অনুসন্ধানি তথ্য নিয়ে বন্ধুবর মিজান রহমান তার সম্পাদিত কাগজ 'কষন' প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। ধন্যবাদ মিজান রহমানকে।

১.

'ওই মধু চাঁদ আর এই জোছনা
তুমি আমি পাশাপাশি দ'জনা
মন চায় এ নিয়ে কাহিনী লিখি
কবি হয়ে করি আমি গান রচনা' অথবা
'আমি চলতে চাইলে পা চলে না,
আমি বসতে চাইলে মন বসে না
একি হইল এক নতুন অতিথি
আমায় পাগল করিল।'

কবি, গীতিকার হাসান ফকরীর লেখা এই গান দু'টি এখনো আমাদের আবিষ্ট করে রাখে। যতোটুকু জানা যায় মুন্সীগঞ্জের প্রথম সম্পাদিত কাগজ 'রক্তাক্ষর' প্রথম প্রকাশিত হয় এক টগবগে তরুন সম্পাদক হাসান ফকরীর সম্পাদনায় ১৯৭০ সালে ডিসেম্বর মাসে। দু'ফর্মার এই কাগজটির প্রচ্ছদ করেন সুকুমার মজুমদার। কাগজটি প্রকাশিত হয় রিকাবীবাজার (এখন মিরকাদিম পৌরসভা) মুন্সীগঞ্জ থেকে।

২.

‘কিন্তু পারিনা। শুভ্রাকে আমি কিছুতেই ভুলে থাকতে পারিনা। শুভ্রার দু‘টি চোখের স্বচ্ছদৃষ্টি আমার চোখের উপর জলের ছায়ার মতো ভাসে। থিরথির দুটি পাতলা ঠোঁটের কিন্নরী কণ্ঠ আমার কানে আলোর গুড়োর মতো ভেঙে পড়ে। সেই সময় আমার শরীর বিভাসিত একটা যন্ত্রনায় কঁকিয়ে ওঠে। আমি আর স্থির থাকতে পারি না। হাতের আঙ্গুলে কান চেপে বলি, আমাকে বুঝলে না শুভ্রা, আমাকে বুঝলে না।‘

সমুদ্রে ঢেউ গল্পের স্রষ্ঠা বদরুদ্দীন দেওয়ান। নিজেকে প্রকাশের অদম্য তাড়নায় বন্ধু আলীম-আল-রশিদ কে নিয়ে প্রকাশ করেন সাহিত্য পত্রিকা ‘কাঁচনক‘। প্রথম প্রকাশ ২৬।০৩। ১৯৭২। একটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ করেন সুকুমার মজুমদার। পরে ‘কাচনক‘ নামটি পরিবর্তন করে প্রকাশ করেন ‘কাদামাটি‘ নাম লিপি হাসান ফকরী। যোগাযোগ রিকাবীবাজার, মিরকাদিম পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ।

৩. কাদামাটি

কে লেখেননি কাদামাটিতে! বাংলা সাহিত্যে আজকে যাঁরা নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল লিখেছেন তাদের অনেকেই। আসাদ চৌধুরী, অসীম সাহা, মুহম্মদ নূরুল হুদা, বশীর আল হেলাল, আবুল হাসান, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাহবুব হাসান, জাহিদ হায়দার, শহীদুজ্জামান ফিরোজ, ইমদাদুল হক মিলন, তপংকর চক্রবর্তী, সিকদার আমিনুল হক, হেলাল হাফিজ সহ অনেকেই লিখেছেন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ বাংলা। কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বার্ষিক উপলক্ষে। ১৩৮৩ বাংলা পর্যন্ত ১৫ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক কাদামাটি। প্রথম সংখ্যা সম্পাদনা করেন হাসান ফকরি বাবুল (এখানে উল্লেখ যে, হাসান ফকরি বাবুল পরবর্তীতে হাসান ফকরি নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন)। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় বদরুদ্দিন দেওয়ান ও আলীম-আল-রশীদ এর সম্পাদনায়। তৃতীয় সংখ্যা থেকে বদরুদ্দিন দেওয়ান সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল কাদামাটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি, রিকাবীবাজার, মিরকাদিম পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ।

৪. ভাস্কর

সম্পাদক আলীম-আল-রশীদ। প্রথম প্রকাশ ১৯৭২ ইং এর বেশী আর জানা যায়নি। ভাস্কর নাট্য গোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষকতায় বের হতো ‘‘ভাস্কর‘‘। যোগাযোগ - ভাস্কর নাট্য গোষ্ঠি, রিকাবীবাজার, মিরকাদিম পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ।

৫. কালের ভেলা

সম্পাদক অনীল কুমার চক্রবর্তী, সহযোগী সম্পাদক ছিলেন জগদ্বন্ধু হালদার। ১টি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ করেন চিত্রশিল্পী মরহুম আবদুল হাই। মার্চ ১৯৭২ সালে মুন্সিগঞ্জ সদর থেকে প্রকাশিত হয়।

৬. অনিকেত

প্রথম প্রকাশ শ্রাবন ১৩৮১ বাংলা। আশরাফ আলম কাজল ও তারিক হাসান সম্পাদনা করেন প্রথম সংখ্যা। দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদনা করেন, গোলাম কাদের গোলাপ ও তারিক হাসান। অগ্রহায়ন-পৌষ ১৩৮১ বাংলা। মাঠপাড়া, মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের ঠিকানায় প্রকাশিত অনিকেত এর উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন, কবি নির্মলেন্দু গুণ, হেলাল হাফিজ, আবুল হাসান, জাহিদ হায়দার, আবিদ আজাদ,

তপংকর চক্রবর্তী, মাহবুব হাসান, ফারুক মাহমুদ। জাহিদুল হক, সোহরাব হাসান, শহীদুজ্জামান ফিরোজ প্রমুখ।

৭. উৎস

সংশপ্তক সাহিত্য গোষ্ঠির পক্ষে জগদ্বন্ধু হালদার সম্পাদনা করেন মাসিক কবিতা পত্র উৎস। উল্লেখ মুন্সীগঞ্জের একমাত্র হাতের লেখা পত্রিকার কপি রাইটার ছিলেন প্রয়াত রশীদুজ্জামান মানিক। ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৭ বাংলা। যোগাযোগ, সম্পাদক উৎস, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।

৮. সরব

মিলনময় দাস ও জগদ্বন্ধু হালদার এর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সরব। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৯১ বাংলা (জুন, ১৯৮৪)। মোট ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক, সংশপ্তক এর পক্ষে এডভোকেট আর্শাদ উদ্দিন চৌধুরী। সংশপ্তক, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।

৯. কবিতা পত্র

সম্পাদক মিজান রহমান (বর্তমানে মিনাজ মূঢ়)। প্রচ্ছদ মাহবুব কামরান। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং।

১০. ভাষক

সম্পাদক মাহমুদুল হক সেনা। প্রচ্ছদ মাহমুদুল হক সেনা। প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১।

১১. অর্চি

সম্পাদক রায় রনজিত কুমার (আমাদের প্রিয় রনজিত স্যার। বর্তমানে প্রয়াত) প্রচ্ছদ প্রদীপ কুমার দাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ ইং।

১২. তারন্য

হরগঙ্গা সরকারী কলেজের এক দল ছাত্র-ছাত্রী উচ্ছল তারুন্য নিয়ে প্রকাশ করেন ‘তারুন্য‘। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক শিপলু মন্ডল মিঠু। প্রথম প্রকাশ ১লা মে, ১৯৮৯। চতুর্থ সংখ্যা সম্পাদনা করেন মুহম্মদ কবীর উন্ নূর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা সম্পাদনা করেন আনমনা আনোয়ার। ৮ম ও সর্ব শেষ সংখ্যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন শিপলু মন্ডল মিঠু। স্থানীয় তরুনদের লেখা নিয়ে তারুন্য প্রকাশিত হলে ও সর্ব শেষ সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কয়েকজন কবির লেখায়। কোলকাতার কবি ও ইদ্রানী সাহিত্যে পত্রিকার সম্পাদক নির্মল বসাক, রাজা হাসান, শরীফ শাহারিয়ার, মোক্তার আজাদ রাসেদ, আনমনা আনোয়ার, যাকির সাইদ, কাজী মুহম্মদ আশরাফ, মাসুদ আহমেদ অর্নব, সুমন ইসলাম, বেলাল আহমেদ প্রমুখ। ঠিকানা- শিপলু মন্ডল মিঠু, কোর্টগাওঁ, মুন্সীগঞ্জ।

১৩. দ্যোতনা

সম্পাদক মোঃ মজিবুর রহমান। প্রকাশকাল ১লা এপ্রিল, ১৯৯১। স্থানীয় লেখকদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় মুন্সীগঞ্জ সদর থেকে।

১৪. অ

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৯ এই দীর্ঘ সময়ের পরে মুন্সীগঞ্জের বাইরে এবং কোলকাতায় ‘অ’ প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক - যাকির সাইদ ও কাজী মহম্মদ আশরাফ। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন আবুল খায়ের। প্রচ্ছদ আবুল খায়ের। তৃতীয় সংখ্যা থেকে যাকির সাইদ ও আবুল খায়ের এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘অ’। এ পর্যন্ত ৭ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ‘অ’ এর উল্লেখযোগ্য লেখকরা হলেন, ওপার বাংলার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল বসাক, দেবী রায়, কল্যান দে, কঙ্কমনন্দী, ধীমান চক্রবর্তী, চিত্ত রঞ্জন হীরা, রীনা চট্টোপাধ্যায়, প্রাণজী বসাক, প্রবীর চক্রবর্তী, স্বদেন দিক মিত্র, মঞ্জুষ দাসগুপ্ত, ব্রজ চট্টোপ্যাধ্যায়, অরুনীংশু ভট্টাচার্য, সুশীল পাঁজা, রথীন বন্দোপাধ্যায়, প্রবীর দাস প্রমুখ। এবং এপার বাংলার - আবু হাসান শাহরিয়ার, রহমান হেনরী, হেনরী স্বপন, কমল মমিন, শহীদুজ্জামান ফিরোজ, রিফাত চৌধুরী, পাপড়ী রহমান, নকিব ফিরোজ, আহমেদ স্বপন মাহমুদ, হোমায়রা নাজনীন সোমা, সরকার মাসুদ, সৌমিত্র দেব, শোভন সালেহীন, মাহমুদ টোকন, কাজল কানন, নিতু পূর্ণা, তারেক মাহমুদ, সোহেল মাজহার, মাসুদ হাসান প্রমুখ। যোগাযোগ - জোড় পুকুর পাড়, পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ।

১৫. আপাতত

সম্পাদক কাজী মহম্মদ আশরাফ ও রিয়াজুল ইসলাম রাজু। প্রচ্ছদ সম্পাদক দ্বয়। ১টি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ন ১৪০৭ বাংলা। ঠিকানা - জোড় পুকুর পাড়, পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ।

১৬. আঙিনা

প্রথম এবং শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর ২০০০। সম্পাদক সুমন ইসলাম। সহ সম্পাদক বেলাল আহমেদ। প্রচ্ছদ করেন, আহসান হাবীব চঞ্চল। নয়াগাওঁ, পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ।

১৭. খড়কুটো

মাসুদ আহমেদ অর্নব এর সম্পাদনায় ২০০১ নভেম্বর-এ প্রথম প্রকাশিত হয় খড়কুটো। বাগমামুদালী পাড়া, মুন্সীগঞ্জ সদর থেকে প্রকাশিত এই কাগজটি প্রথম সংখ্যাতেই বোদ্ধা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সমর্থ হয়। তুহিন দাস, মিজান ফরীদ, কমল কর্মকার, ইউসুফ তাপস, জগদ্বন্ধু হালদার লেখায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ করেন এস, এম, মানিক। ১ ফর্মার খড়কুটো মাত্র ২ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

১৮. আঁচল

সারেং রিপন এর সম্পাদনায় ১টি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয় ‘আঁচল’। প্রচ্ছদ করেন আবুল খায়ের। জলছবি এড ফার্ম, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল - ফেব্রুয়ারী ২০০২।

১৯. পোড়াগঙ্গা

শামসুল হাওলাদার এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পোড়াগঙ্গা। পত্রিকায় সাহিত্য সম্পাদক কবি সরকার মাসুদ। ইছাপুরা, মুন্সীগঞ্জ থেকে ২৬ মার্চ ২০০৩ প্রকাশিত হয়। ১ টি মাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়।

২০. দীপঙ্কর

মাসুদ আহমেদ অর্নব ও সুমন ইসলামের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দীপঙ্কর। ১ ফর্মা ব্যাক টু ব্যাক ছাপা চমৎকার এই কাগজটি মাত্র ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় বাগমামুদালী পাড়া, মুন্সীগঞ্জ সদর থেকে। প্রকাশকাল - আগষ্ট ২০০৩।

লেখক পরিচিতিঃ

যাকির সাইদ
জন্ম ঃ ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ ইং, দশকানি (মোল্লা বাড়ী), পোঃ পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ।
বর্তমান ঠিকানাঃ জোড় পুকুর পাড়, পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ।
প্রকাশিত গ্রন্থঃ

- এইঘর এই নির্বাসন (কাব্য ১৯৯৭)
- উড়ে যাও শব্দের পাখিরা (কাব্য ২০০২)
- হৃদাকরের পাথর কুচি (কাব্য ২০০৩) যৌথ
- পৌরানিক তীর (কাব্য ২০০৪)
- মন্দ্রিত স্রোতের টানে (কাব্য ২০০৫)

সম্পাদিত কাগজ ঃ ‘অ’ শিল্প-সাহিত্যের কাগজ
প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৯ অক্টোবর
উড়োসংযোগ - ০১৭১৬২৭২৫৬৫

লেখাটি সরাসরি লেখকের নিকট থেকে সংগৃহিত নভেম্বর ২০০৬ সালে। কোনরুপ টাইপিং ভুল হলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
সম্পাদক, মুন্সীগঞ্জ.কম